গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
খানসামা, দিনাজপুর।
khansama.dinajpur.gov.bd

জলমহালের ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন পত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তি
বিজ্ঞপ্তি নং-০১/২০২২ খ্রিঃ

স্মারক নং-০৫.৫৫.২৭৬০.০০০.০৮.১৪(অংশ-৪).২২. ১৬৮

তারিখ ঃ ৪ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ।
১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

এতদ্বারা প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও মৎস্যজীবী সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, দিনাজপুর জেলাধীন খানসামা উপজেলার ব্যবস্থাপনাধীন পৃথক তালিকায় বর্ণিত পুকুর/জলাশয়সমূহ সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ মোতাবেক ১৪২৯-১৪৩১ বাংলা সন পর্যন্ত ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদানের নিমিত্ত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও মৎস্যজীবী সংগঠনের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত শর্ত স্বাপেক্ষে নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। উপজেলা থেকে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি কর্তৃক অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিলের জন্য আহব্বান করা যাচ্ছে। অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে (land.gov.bd) অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে ২৩/০২/২০২২ খ্রিঃ (১০ ফাল্গুন) তারিখ হতে ২৮/০২/২০২২ খ্রিঃ (১৫ ফাল্গুন) তারিখের মধ্যে অনলাইনে আবেদন দাখিলের জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে। আবেদন দাখিলের পর ০১/০৩/২০২২ খ্রিঃ (১৬ ফাল্গুন) তারিখ হতে ০৩/০৩/২০২২ খ্রিঃ (১৮ ফাল্গুন) তারিখের মধ্যে অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খানসামা, দিনাজপুরে দাখিল করতে হবে। সীলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে "জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন" কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বাম পার্শ্বে নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পূর্বে অথবা পরে কোন আবেদন করা যাবে না। যে কোন আবেদন গ্রহণ/বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৭/০২/২২

(রাশিদা আক্তার)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহ্বায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
খানসামা, দিনাজপুর।
১৭/০২/২০২২

খানসামা উপজেলায় ইজারাযোগ্য পুকুর/ জলাশয় সমূহ ১৪২৯-১৪৩১ বাংলা সনের লীজ প্রদানের নিমিত্তে সরকারী ধার্যমূল্য তালিকাঃ

ক্র: নং	ইউনিয়নের নাম	জলাশয়ের নাম ও অবস্থান	দাগ নং ও খতিয়ান নং	জমির পরিমাণ (একর)	তিন বছরের গড় ইজারা মূল্য	৫% বৃদ্ধিতে ইজারার ধার্যকৃত মূল্য (সরকারী মূল্য)	মন্তব্য
১	২ নং ভেড়ভেড়ী	ভাট পুকুর মৌজাঃ আরাজী জাহাঙ্গীরপুর	দাগ নং-১৬১, ১৬২ খতিয়ান নং-০১	১.২০, ০.৩১ মোট=১.৫১ (একর)	৩৯,৮৬৭/-	৪১,৮৬০/-	ইজারার মেয়াদ ১৪২৯-১৪৩১ সন
২	৩ নং আঙ্গারপাড়া	চেং পুকুর মৌজাঃ আরাজী যুগীরঘোপা	দাগ নং-৭৮৪ খতিয়ান নং-০১	০.৮৫ (একর)	১৮,২৫০/-	১৯,১৬৩/-	ইজারার মেয়াদ ১৪২৯-১৪৩১ সন
৩		সাগাইকুড়া পুকুর মৌজাঃ আঙ্গারপাড়া	দাগ নং-৮০৩৩ খতিয়ান নং-০১	০.৮৮ (একর)	৩৮,৮৫০/-	৪০,৭৯৩/-	ইজারার মেয়াদ ১৪২৯-১৪৩১ সন
৪		ইছামতি নদী (জলকর) মৌজাঃ ছাতিয়ানগড়	দাগ নং- ১৯৬১ খতিয়ান নং-০১	১.৯২ (একর)	১,৫০০/-	১,৫৭৫/-	ইজারার মেয়াদ ১৪২৯-১৪৩১ সন
৫	৪ নং খামারপাড়া	পাইটকাকুরা খোলাজলমহাল মৌজাঃ গারপাড়া	দাগ নং-৫৯৪ খতিয়ান নং-০১	১.৬৩ (একর)	১৪,০৬৭/-	১৪,৭৭০/-	ইজারার মেয়াদ ১৪২৯-১৪৩১ সন
৬		হাট পুকুর মৌজাঃ গারপাড়া	দাগ নং-৪৭৮ খতিয়ান নং-০১	২.৭০ (একর)	২,৯৩,৭৮৭/-	৩,০৮,৪৭৬/-	ইজারার মেয়াদ ১৪২৯-১৪৩১ সন
৭	৫ নং ভাবকী	ভাবকী (পীর পুকুর) মৌজাঃ ভাবকী	দাগ নং-৬০৪১ খতিয়ান নং-০১	৪.৬৭ (একর)	১,৬৩,০০০/-	১,৭১,১৫০/-	ইজারার মেয়াদ ১৪২৯-১৪৩১ সন
৮		ভাবকী পুকুর (খিজরা) মৌজাঃ ভাবকী,	দাগ নং-৩৭১৫ খতিয়ান নং-০১	০.৯৫ (একর)	১০,৭৫০/-	১১,২৮৮/-	ইজারার মেয়াদ ১৪২৯-১৪৩১ সন
৯		আগ্রা বোতা পুকুর মৌজাঃ আগ্রা	দাগ নং-২৪৯ খতিয়ান নং-০১	৪.৯০ (একর)	৪,২৬,০০০/-	৪,৪৭,৩০০/-	ইজারার মেয়াদ ১৪২৯-১৪৩১ সন

17/02/22

(রাশিদা আক্তার)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহ্বায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
খানসামা, দিনাজপুর।

17/02/2022

জলমহাল ইজারার শর্তাবলীঃ

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, খানসামা, দিনাজপুর এর অনুকূলে হতে আগ্রহী নিবন্ধিত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিসমূহ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জমা প্রদান করতে হবে।

২। সীলমোহরকৃত দরপত্র ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, খানসামা, দিনাজপুর এ রক্ষিত দরপত্র বাক্সে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত দাখিল করা যাবে। দুপুর ১.০০ টায় বাক্সের মুখ বন্ধ করে ঐ দিন বিকাল ৩.০০ টায় দরদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকে) দরপত্রসমূহ খোলা যাবে। পরবর্তীতে টেন্ডার কমিটির সভায় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

৩। আবেদন দাখিলের সময় সরকারি নির্ধারিত সমুদয় মূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে জামানত হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, খানসামা, দিনাজপুরের অনুকূলে) আবেদনপত্রের সহিত সংযোজন করতে হবে। সমুদয় ইজারা মূল্যের ১৫% ভ্যাট এবং ৫% আয়কর এবং প্রথম বছরের ইজারা মূল্যের সমুদয় টাকা বিলটি দখল হস্তান্তরের পূর্বেই এককালীন পরিশোধ করতে হবে। যে সকল আবেদন গৃহীত হবে না, সে সকল আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত জামানত, আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই ফেরত প্রদান করা হবে। তাছাড়া আবেদনপত্র দাখিলকারী সমিতির নিবন্ধনপত্রের সত্যায়িত কপিসহ প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র (আবেদনে উল্লেখিত) আবেদনেরপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে। আবেদনকারী সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ স্বরূপ উপজেলা সমবায় অফিসার/ উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এর নিকট হতে প্রত্যয়ণ পত্র গ্রহণপূর্বক বিগত ০২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্টসহ দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠন সমিতির জন্য অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে না।

৪। দরপত্রসমূহ নির্ধারিত তারিখে/ তারিখসমূহে দুপুর ১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, খানসামা, দিনাজপুর ও উপজেলা ভূমি অফিস, খানসামা, দিনাজপুর এ রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে গ্রহন করা হবে একই তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় দরপত্র দাতাগণের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র বাক্সে খোলা হবে।

৫। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টে লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়ণপত্র সহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি ০৩(তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল এর মৎস্য চাষ / উৎপাদন/সুষ্ঠুব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা/ রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিল মর্মে গন্য হবে।

৬। প্রতিটি আবেদনপত্রে খামের উপর জলমহালের নাম বিবরণ ও মৎস্যজীবি সমিতি/সংগঠনের নাম, ঠিকানা স্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে। বেনামে /ভূয়া/তথ্যবিভ্রান্তিপূর্ণভাবে কোন সমিতি/সংগঠনের নাম ব্যবহার করে আবেদন করা হলে অথবা তথ্য গোপন করা হলে উক্ত সমিতির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। উক্ত সমিতির আবেদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭। ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিপত্র দলিল সম্পাদনের পূর্বেই জলমহাল দখল দেয়া যাবে না।

৮। আবেদনপত্র অনুমোদন প্রাপ্তির বিলম্ব হলে এ বিলম্বের কারণে কোনভাবেই ইজারার মেয়াদকাল বৃদ্ধির আবেদন গ্রহনযোগ্য হবে না। বছরের যে কোন সময় আবদন আহ্বান করা হলেও ইজারার মেয়াদকাল ১ বৈশাখ ১৪২৯ বাংলা সন হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে। ইজারার মেয়াদ কাল বাংলা ১ বৈশাখ ১৪২৯ হতে ৩০ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা সন পর্যন্ত কার্যকর হবে।

৯। প্রকৃত মৎস্যজীবি সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত ও যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবি ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই, তাহলে আবেদন অংশগ্রহণে উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

১০। ইজারা প্রদান কালীন সময়ে /ইজারা পরেও আপত্তি গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ /উপযুক্ত পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ইজারা কার্যক্রম স্থগিত/বাতিল করা হবে। এতে কেউ আপত্তি করতে পারবেন না।

১১। দাখিলকৃত আবেদনপত্রসমূহ বিবেচনার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রনালয়ের সর্বশেষ জারিকৃত সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুসরন করা হবে। ইজারা কার্যক্রম গ্রহণের পরেও সরকার কর্তৃক কোন পরিপত্র বা আদেশ প্রদান করা হলে তা কার্যকর করা হবে।

১২। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোণ দরপত্র বাতিল কিংবা গ্রহন করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৩। ইজারা গ্রহীতা কাউকে ইজারাকৃত জলমহাল সাব লীজ দিতে পারবেনা। উক্ত মহালের সীমানা বজায় রাখবেন। জলাশয়ের পাড়ে কোন বৃক্ষ থাকলে তা কর্তন করতে পারবেনা। তিনি নিজ দায়িত্বে ইজারাকৃত জলাশয়ের সম্পত্তি সংরক্ষণ করবেন। ইজারাগ্রহীতা জলাশয়ের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবেনা। কেহ যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা বে-দখল করতে না পারে তা ইজারা গ্রহীতা নিশ্চিত করবেন। সাব লীজ প্রদান করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদত্ত ইজারা বাতিল বলে গন্য হবে।

১৪। টেন্ডারদাতা মহাল সম্পর্কিত অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে দরপত্র দাখিল করবেন। পরবর্তীতে মহাল সম্পর্কিত কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণ যোগ্য হবে না।

১৫। ইজারাকালীন সময়ে সরকার কর্তৃক নতুন কোন কর আরোপ করা হলে ইজারাগ্রহীতা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

১৬। মৎস্য আইন সংক্রান্ত আইন ইজারাগ্রহীতাকে মেনে চলতে হবে।

১৭। ইজারা গ্রহীতাকে সময়ে সময়ে জারিকৃত সরকারি আদেশ/ নির্দেশ মেনে চলতে হবে। ইজারা প্রদানকালে জলাশয়ের সরকারি ভাবে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হলে সে ক্ষেত্রে ইজারাগ্রহীতাকে ইজারা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে চলেতে হবে।

১৮। ইজারা গ্রহীতা উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা/জলাশয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যে কোন সময়ে জলমহাল পরিদর্শনের সুযোগ দিতে হবে ও পরিদর্শন কাজে সহায়তা করতে বাধ্য থাকবেন।

১৯। জলমহালের ইজারা মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথে তার দখল সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর হস্তান্তর করতে হবে।

31/02/22

(রাশিদা আক্তার)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহ্বায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
খানসামা, দিনাজপুর।

31/02/2022

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা ভূমি অফিস
খানসামা, দিনাজপুর।
www.acl.khansama.dinajpur.gov.bd

স্মারক নং -৩১.০২.২৭৬০.০০০.০৩.০০২.২২. ৯৯

তারিখ ঃ ১৭/০২/২০২২ খ্রিঃ।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:-

১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর।
২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), দিনাজপুর।
৩। উপজেলা সমবায় অফিসার, খানসামা, দিনাজপুর।
৪। উপজেলা মৎস্য অফিসার, খানসামা, দিনাজপুর।
৫। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, খানসামা থানা, খানসামা, দিনাজপুর।
৬। উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার, খানসামা, দিনাজপুর।
৭। উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার, খানসামা, দিনাজপুর।
৮। চেয়ারম্যান,..... ইউনিয়ন পরিষদ, খানসামা, দিনাজপুর।
৯। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/উপ-সহকারী কর্মকর্তা (সকল), খানসামা, দিনাজপুর।
১০। অফিস কপি।

১৭/২/২২
(মোঃ মারুফ হাসান)
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
খানসামা, দিনাজপুর।
17/02/22